R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-03

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটী লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২২শে চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।
৫ই এপ্রিল ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

সিপিএমের বোর্ড গড়ে ধুলিয়ানের মানুষ আজ হতাশায়

জীবন সরকার : বিগত পৌর নির্বাচনের সময় বামফ্রন্ট থেকে ধুলিয়ানবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ পৌর বোর্ড করার জন্য বাম সমর্থিতদের ভোট দেয়ার। ধুলিয়ানবাসী তাদের কথায় বিশ্বাস করে বামফ্রন্টকে ভোট দেয়। তারা পৌর বোর্ড গঠনও করে। এলাকার মানুষের আশা ছিল ধুলিয়ানের পানীয় জলের সুব্যবস্থা হবে, রাস্তাঘাট আবর্জনামুক্ত থাকবে এবং পৌর দপ্তরের কাজ হবে স্বচ্ছ। কিন্তু ধুলিয়ানবাসীর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় মাত্র ছয় মাসের মধ্যে। পানীয় জলের কোন সুব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাট পরিস্কার হয় না, ড্রেনের জল বাড়ীতে ঢোকে। অথচ এসব নিয়ে কোন হেলদোল নাই চেয়ার পার্সেন চেনবানু খাতুনের মধ্যে। পৌরসভার এম্বুলেন্সটি প্রায় ৭/৮ মাস ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে এখানে কিছু নাই। মানুষকে বাধ্য হয়ে বেশী ভাড়ায় গাড়ী ভাড়া করে চিকিৎসার তাগিদে ছুটতে হচ্ছে জঙ্গিপুর বা মালদা। (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রয়াত আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বারের অতীত দিনের আইনজীবীদের শ্রদ্ধা ও স্মরণের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রতিকৃতি বার কক্ষে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় গত ১ এপ্রিল '০৬। শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন মুখার্জী থেকে সদ্য প্রয়াত চন্দন চৌধুরীসহ মোট ২২ জন আইনজীবীর প্রতিকৃতি কক্ষের দেয়াল আলোকিত করে। এই অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুর বারের প্রাক্তন আইনজীবী বীরেন চৌধুরী, তপন মুখার্জী, আবদুল কাদের, মুক্তি মন্ডল ছাড়াও জেলার প্রতিষ্ঠিত ও প্রবীণ আইনজীবী কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, দিলীপ দত্ত, দীপক রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আগের দিনের আইন ব্যবসার সঙ্গে আজকের আকাশ জমিন পার্থক্যের কথা তুলে বক্তব্য রাখেন বীরেন চৌধুরী, তপন মুখার্জী, কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, অজিত মুখার্জী ইত্যাদিরা। অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য ঐ দিন সন্ধ্যেয় এক বিচিত্রানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। আইনজীবী প্রদীপ নন্দী ও জগন্নাথ সরকারের প্রচেষ্টায় এই ধরনের অনুষ্ঠান জঙ্গিপুর বারে এই প্রথম।

এ্যাসিঃ লেবার কমিশনার শ্রমিক বিরোধী—অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের এ্যাসিঃ লেবার কমিশনার দপ্তর মুন্সিদের উচ্ছিষ্ট-ভোজী এবং সিটু নেতারা সব জেনেও শ্রমিক শোষণ চলতে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন বি, জে, পির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী। তিনি বলেন, আমাদের ইউনিয়ন তেমন কিছুই নেই, আমি সক্রিয় শ্রমিক সংগঠনও করিনা, কিন্তু সম্প্রতি সুতি এলাকার বাঙ্গাবাড়ী, আলমপুর, রসুনপুর, আহিরণ ইত্যাদি গ্রামের শত শত শ্রমিক পুজোর আগে মজুরী বাবদ ৩৮ টাকা দেওয়ায় কাজ বন্ধ করেছিলেন কয়েক মাস। বিষয়টি আমার নজরে আনলে দেখা যায় বিড়ি শ্রমিকরা নানা ইউনিয়নে জড়িত। আমি এই ব্যাপারটা লিখিতভাবে এ্যাসিঃ লেবার কমিশনারকে জানাতে বললে তা নিয়ে বহুদিন পর ত্রিপাক্ষিক সভা হয়। চিত্তবাবু ক্ষোভের সঙ্গে জানান, ঐ দিন (শেষ পৃষ্ঠায়)

পিচ রাস্তা হলো অথচ জলনিকাশী ড্রেন হলো না

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে অনুপপুর জাতীয় সড়কের সংযোগস্থল থেকে মির্জাপুর গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটি পিচের রাস্তা মনিগ্রাম পর্যন্ত সম্প্রতি চালু হয়েছে। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। অন্যদিকে মির্জাপুর গ্রামবাসীদের অভিযোগ পিচ রাস্তা তৈরীর সময় রাস্তার ধারের জল নিকাশী ড্রেনটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

মদ্যপ ড্রাইভারের বেসামাল ধাক্কায় মহিলা আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পারে পুরসভার আবর্জনা ফেলা গাড়ীর ড্রাইভার রঘুনাথ সিংহের পরিবর্তে গত ২৯ মার্চ গাড়ী চালাচ্ছিলেন পুরসভার অন্য ড্রাইভার দিলীপ দাস। সাহেববাজার থেকে কয়েক জায়গায় ধাক্কা দিতে দিতে এসে গাড়ীটি তরকারি বাজারের সামনে একটি রিক্সা-ভ্যানে ধাক্কা মারে। পরবর্তীতে অন্নপূর্ণা-তলার কাছে এসে সদ্য চোখ অপারেশন করা জনৈকা মহিলা (শেষ পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জে জল সংকট

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় জল কষ্ট মানুষকে ভীষণভাবে বিব্রত করছে। চৈত্র মাসেই জলস্তর এতটা নেমে গেছে যে প্রায় বাড়ীতে মোটর দিয়ে জল তোলা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও ক্ষীণ জলধারায় ঘন্টার পর ঘন্টা মোটর চালালেও জলাধার পূর্ণ করা যাচ্ছে না। এলাকার বহু মানুষ (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।

জল সমস্যা

আকাশে মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প টুকরা টুকরা মেঘ সঞ্চার হইতেছে। ইহা মাত্র কয়েকদিন ধরিয়াই হইতেছে। বেলা বাড়িতেই মার্তন্ডদেবের খরতাপ ক্রোধ বর্ষণ করিতেছে। মেঘ দেখিয়া চাষীদের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে; কিন্তু আশা স্বপ্নের মত মিলাইয়া যাইতেই গভীর হতাশার অন্ধকার মনের অবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। বিভিন্ন ফসল বিশেষ করিয়া বোরো ধান মার খাইতেছে। অবশ্য ডীপ টিউবওয়েল বা গভীর নলকূপের দাক্ষিণ্য যেখানে রহিয়াছে; সেখানে দুশ্চিন্তার প্রশ্ন থাকিবার কথা নহে। তথাপি সর্বস্তরে উদ্বেগ দেখা দিয়াছে।

ইহার কারণ বেশ কিছুদিন ধরিয়া এতদঞ্চলে বৃষ্টিপাত নাই। গত মার্চ মাসে দুই-একদিন সামান্য ছিটাফোঁটা বৃষ্টিবিন্দু পড়িয়াছিল; তাহা আম-লিচুর গুটির পক্ষে সহায়ক ছিল। জমির কোনও উপকারে লাগে নাই; ভূগর্ভস্থ জলস্তরেরও কোন উন্নতি তাহাতে ঘটে নাই।

বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচন্ড জলাভাব দেখা দিয়াছে। খাল-বিল শুকাইয়া গিয়াছে। নলকূপসমূহ স্থানে স্থানে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি চাষের জন্য সেচ পাম্পও কাজ করিতেছে না। শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরাঞ্চলেও সাধারণ নলকূপ ও গভীর নলকূপগুলি হইতে পানীয় জল পাওয়া যাইতেছে না। তৃষ্ণার জলের জন্য সর্বত্র হাহাকার, চাষের জলের কথা ভাবাও যায় না।

রঘুনাথগঞ্জ শহরের কোথাও কোথাও পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়াছে। রাস্তার ও গৃহস্থ বাড়ীর অনেক নলকূপ হইতে জল উঠিতেছে না বলিলেই হয়। পুরসভা হইতে সরবরাহকৃত জল এখন বহু মানুষের ভরসা। যদিও পুর এলাকার সর্বত্র এই সুযোগ আপাততঃ নাই। ভূগর্ভস্থ জলস্তর এমনিতেই যথেষ্ট নামিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিহীনতা, চাষের কাজে প্রচুর ডীপ টিউবওয়েলের ব্যবহারের ফলে জলসংকট। তদুপরি গঙ্গার জলদানের যে দাক্ষিণ্য সরকার বাংলাদেশ সরকারকে দেখাইয়াছেন, তাহা এই রাজ্যের জলাভাবের আর একটি মুখ্য কারণ। ফলতঃ এখন মানুষকে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেই হইতেছে।

মহাদেব উবাচ

শীলভদ্র সান্যাল

হায় হায় উমা পড়িল যে বোমা
কানে লাগে মোর তালা।
সাতে পাঁচে নাই থাকি এক ঠাঁই
এ কী এ বিষম জ্বালা!
জপ তপ লয়ে রহি যে আলয়ে
করি নাই কারো ক্ষতি,
হায় আচম্বিতে ডর লাগে চিতে
হল এ কী দুর্গতি!
আকাশ-বাতাস ছায় সন্ত্রাস
বুঝি বা পরাণ যায়!
সুখ পরিহর এখন কী করি
মনে মনে ভাবি তাই!
ঊর্ধ্বে রবি-শশী পুণ্য বারাণসী
ধীরে বহে ভাগীরথী!
আশ ছিল চিতে শান্তি লভিতে
দিব এ ভূমিতে মতি।
ভক্ত সমাগমে বাবার আশ্রমে
তাই গাড়িলাম ঘাঁটি,
ফল-মূল-ভোগে দুগ্ধ সহযোগে
খাওয়া হয় পরিপাটি।
গাঁজা টানি সুখে গাহিতাম মুখে
'হর হর বোম বোম'।
সহসা কে যম প্রধূমিয়া ব্যোম
পাঁজরে হানিল 'বোম'।
মোহ-ঘোর টুটি কোথা যাব ছুটি
দিশা তার নাহি পাই!
জমানা জঙ্গি হয়েছে সঙ্গী
কোথাও শান্তি নাই!
তাই বলি উমা প্রকৃতি পরমা
দৈত্য-দর্প-নিসূদনী!
রক্ষা কর সবে তব গৌরবে
নচেৎ প্রমাদ গণি॥

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

টেলিফোন আর বেজে ওঠেনা

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের সাথে জন-সংযোগ রক্ষাকারী টেলিফোনটি আজ প্রায় ৭/৮ মাস ধরে বিকল। রেল কর্তৃপক্ষ (মালদা ডিভিসন) বিকল টেলিফোনটি সচল করার ব্যাপারে কোন রকম উদ্যোগ বোধহয় নিচ্ছে না। জঙ্গিপুরের সাংসদ বা বিধায়কের কি এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই!

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

যত্নসহকারে কনে / বৌ সাজানো, মেহেন্দী পরানো ও তত্ত্ব সাজানো হয়।

শান্তি সাহা
ইউ বি আই-এর সন্নিকটে গলির ভেতর
রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি রোড

মাওবাদী নয় মাওবাদীদের মতো

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

যুক্তি ও অভিজ্ঞতা, পরিবেশ ও দৃষ্টি-ভঙ্গি আমাদেরকে মাওবাদী হতে দেয় না। ওটা আমাদের অনেকের যুক্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত যুবকদের ভ্রান্ত পথ। আমরা মনে করি, আমাদের দেশের মহাপুরুষ এবং রাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে এত দেশপ্রেমিক ও বোদ্ধা মানুষ জন্মেছেন যাঁরা ভারতের চিরন্তন বিশ্বপ্রেমের সংস্কৃতি হাজার হাজার বছর আগেই বিশ্বকে অকাতরে বিলিয়েছেন যে ভাষায়, যে প্রয়োজনে, যত দিন যাচ্ছে এই ভোগবাদী হতাশ বিশ্ব তাঁদেরকেই বেশী করে আঁকড়ে ধরে শান্তি পেতে চায়ছেন এবং সেই পরাবিদ্যা বিতরণকারী ভারত আজও বিশ্বজননীর ভূমিকায় তেমনি প্রজ্জ্বল। তাই বিদেশ হতে ধার করা "বাদ" এর প্রয়োজন অন্ততঃ এ দেশে নাই। মাওবাদীরা বা তাঁদের সমর্থকরা একথায় করুণার হাসি হাসতে পারেন এবং আমাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে পারেন।

প্রশ্নটা সেখানে নয়। এটা তো অনস্বীকার্য্য যে, পথ ও মত নিয়ে পার্থক্য ও বিতর্ক থাকলেও এঁদের দুঃসাহস, যুদ্ধ কৌশল, গুপ্ত সংগঠন, পরিচালনার দক্ষতা আজ অনেক বীর কাহিনীকে মনে পড়িয়ে দেয়। মনে পড়ে অগ্নিযুগের পাগল কিশোর যুবকদের রক্তঝরা দিনগুলো বা ধানু যখন রাজীব গান্ধীকে মারতে যাচ্ছেন, পরিবারের কাছে তাঁর সেই বিদায়ের বাঁশীতে কি শোনা যায়না—একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি! একটু পড়েই ফুলের মত যে মেয়ের প্রিয়তম দেহখানি আর একজনকে হত্যা করে দলের প্রতিবাদ বলিষ্ঠতম ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রেণু রেণু হয়ে যাবে—সে জানে সেই ভয়াবহ পরিণতি। কিন্তু কি দারুণ অভি-নয়ের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় শেষ মাল্যদানটা করলো রাজীবের গলায়! মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান! ঠিক তেমনি মাওবাদীরা ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-পরিজন, জীবনের স্বপ্ন, পঞ্চায়েতের ক্ষীরের বাটি—সব ত্যাগ করে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ঝাড়খন্ডের ঘন জঙ্গল আর রুক্ষ মাটিকে তাঁদের বাসরঘর বানিয়েছে কি এমনি এমনি? মানি, দাদুর আমলের অস্ত্রধারী, ঘুষখোর, ভুঁড়িওয়ালা একদল কনেষ্ট গোপালদের এবং কিছু ভালো অফিসারের নৃশংস হত্যায় কোন "বাদ" কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না। এটাও তো তাঁদের ভাবা উচিত। বহু যুবক সদ্য চাকরী (৩য় পৃষ্ঠায়)

গ্রাম বাংলায় ফাগ উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির অগ্নিবীণা সব পেয়েছির আসর ও পোপাড়া সবুজ সংঘের সভ্যরা গত ১৫ মার্চ বসন্তের আনন্দময় পরিবেশকে স্মরণীয় রাখতে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ফাগ উৎসবের আয়োজন করেন। ঐ দিন সকালে শিবতলা থেকে সারিবদ্ধ হয়ে একদিকে অগ্নিবীণা সব পেয়েছির সোনার কাঠি ভাইবোনেরা, অন্যদিকে পোপাড়া সবুজ সংঘের সভ্যরা প্রভাতী পদযাত্রায় নৃত্যগীত ও রবীন্দ্র সংগীতে সারা এলাকা ঘুরে মানুষের মনকে খুশিতে ভরিয়ে দেন। এর পর বিকেলে পোপাড়া শিবতলা প্রাঙ্গণে বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে সংগীত আলোচনা সভা ও গীতি আলেক্ষ্য পরিবেশন করে বসন্ত উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়।

২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মহকুমার পাঁচ কেন্দ্রের প্রার্থীদের ফলাফল

দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	প্রদত্ত ভোট
৫০ ফরাক্কা		১,১৩,১৬৩
কংগ্রেস (মৈনুল হক)	৫৭,১৯৩	
সিপিএম (তারিকুল ইসলাম)	৪৬,০০৬	
বিজেপি (ষষ্টীচরণ ঘোষ)	৫,৪১৯	
নির্দল	২,৩২৪	
মুসলীম লীগ	২,২২১	
৫১ অরঙ্গাবাদ		১,২২,৫৯৮
কংগ্রেস (হুমায়ুন রেজা)	৫৫,৩৬২	
সিপিএম (নুর মহম্মদ)	৪৯,১৩১	
মুসলীম লীগ	৭,৪২৩	
বিজেপি	৬,৬৯১	
নির্দল	২,৬৩৭	
পিডিএস	১,৩৫৪	
৫২ সুতী		১,১৬,৪৮৬
আরএসপি (জানে আলম মিঞা)	৪৫,৩৬৮	
নির্দল (মহঃ সোহরাব)	৪০,৭৪৮	
তৃণমূল কংগ্রেস (শীশ মহম্মদ)	১৪,১৭১	
বিজেপি (সমর দাস)	৬,২২৪	
নির্দল (চিত্ত মুখার্জী)	৫,৫০৭	
নির্দল	২,৯০০	
পিডিএস	১,৫২৮	
৫৩ সাগরদীঘি		১,১১,৩৩৪
সিপিএম (পরেশ দাস)	৫৩,৮৮৩ (বাতিল ভোট—৯)	
তৃণমূল কংগ্রেস (রাজেশ ভকত)	৫১,২৫৩ (টেন্ডার ভোট—২)	
নির্দল	৩,৯৮২	
পিডিএস	২,২০৫	
৫৪ জঙ্গিপুর		১,১৪,৮৪৩
আরএসপি (আবুল হাসনাত)	৪৯,১৩২ (বাতিল ভোট—৪)	
নির্দল (হাবিবুর রহমান)	৩০,০৬৮	
তৃণমূল কংগ্রেস (সেখ মহঃ ফুরকান)	২০,৯৭৭	
বিজেপি (জয়দেব দাস)	৫,৯৭৪	
পিডিএস (মহঃ গিয়াসউদ্দিন)	৪,১৬৯	
এসইউসিআই (মির্জা নাসিরুদ্দিন)	৩,৩৬৮	
মুসলীম লীগ	১,১৫১	

মাওবাদীদের মতো (২য় পৃষ্ঠার পর)

পেয়ে বাড়ীতে বাচ্চা, স্ত্রী, বুড়ো মা-বাবা রেখে উপরওয়ালাদের গুতো খেয়ে মাওবাদীদের সঙ্গে অস্ত্রের ও সাহসের অসম লড়াই করতে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এদেরকে মেরে কি পরিবর্তন হবে? সবাই তো বুদ্ধবাবুদের সমর্থকও নয়। কে দেবে উত্তর! অবাস্তব উত্তর একটা হতে পারে। আমার হাতে পুলিশ মন্ত্রীর ভার থাকলে আমি ৬/৭/৮/১০ বছরের সদ্য পিতৃহারা ঐ সব হতভাগ্য হতভাগিনী কচিকাচাদেরকে নিয়ে ঐ জঙ্গলে ছেড়ে দিতাম, আর শিখিয়ে দিতাম তোরা চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে কাকুদেরকে ডেকে বল্—"কাকু অমোদের বাপীকে—আমাদের বাবাকে ফেরৎ দাও। চকোলেট নাই, খেলনা নাই কবে থেকে! মা সব সময় গম্ভীর, শুধু কাঁদে। আমাদের বাবা কোথায় কাকু?" দেখতাম মাওবাদীরাও কাঁদেন কিনা। তাঁদের ফেলে আসা ছেলে, ভাই, ভাইপো, ভাইঝিদের মনে পড়ে কিনা দেখতাম। এটা করতে পারলে হয়তো বা মৃত্যুদন্ড কিছুটা শিথিল হতো। শ্লথ হতো! আমাদের গভীরে ভাবতে হবে—সিদ্ধার্থ রায় রোলার চালিয়ে, চরম অমানবিক নির্যাতন করে, গুলি করে মেরে, বিনা বিচারে আটক রেখে নকশালদের শেষ করতে পারেনি। বহরমপুরের নিশীথবাবুর হয়ে আদালতে শুধু দাঁড়াতে চেয়েছিলাম বিনা ফিতে, তারজন্য সেদিন হীরের মত উজ্জ্বল দুটো চোখে যে গভীর শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার ফুলঝুরি দেখেছিলাম তা আজো ভুলিনি। ওঁর কিছুই করতে পারিনি। কংগ্রেস করতাম, তাই বিবেকের তাড়ণায় লড়ায়ে পাশে থাকতে চেয়েছিলাম, আদর্শের দিক থেকে নয়। এই লক্ষ্মণ রেখাটা কেন সব সময়ে ঠিক রাখা যায় না? সব যেন গুলিয়ে যায়। হাসপাতালে বিরোধী দলের কেউ রক্তের খোঁজ করছে হন্যে হয়ে, জেনে নিজের অজান্তেই দুটো ছেলেকে ঐ গ্রুপের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠিয়ে দিই—কোন্ আকর্ষণে কি জানি! অনিল বিশ্বাসকে দু'চোখে দেখতে পারিনা। বিরোধীদেরকে গুঁড়িয়ে দেবার কাপালিক মন্ত্রসিদ্ধ প্রমোদবাবুর চ্যালাদের মধ্যে বুদ্ধ-বিমান-অনিল এই ত্রয়ী অন্য মাত্রা পেয়েছেন রাজ্যে। তবু এখন কিছুদিন থেকে মন চাইছিল অনিলবাবু সুস্থ হয়ে কন্যা স্ত্রীর মাঝে ফিরে আসুন। এটা কেন যে হয় জানি না। তবে এটা জানি আমাদের মত কাপুরুষদের দিয়ে মাওবাদী বা অগ্নি শিশুদের মত কোনও সন্ত্রাসমূলক কাজ প্রয়োজনেও করা সম্ভব নয়। তবে পরিবেশ কাকে দিয়ে কি করিয়ে নিতে পারে তা সে ভাবতেও পারে না। নাহলে কেউ আত্মহত্যা করে নাকি? প্রিয়তম, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে গণহত্যা করে? অথবা জীবনে কোনও নিষ্ঠুরতা না করলেও মুক্তিপণের লোভে নরহত্যা-শিশু হত্যা করে? এই সব ভেবেই হয়তো ইদানিং কারাগারকে সংশোধনাগার বলা হচ্ছে। যদিও চুরি এবং অমানবিকতার চূড়ান্ত স্থান ঐ হিটলারী ক্যাম্পগুলো। যা বৃটিশ আমলে ছিলো—তাই আজো আছে। রেল ষ্টেশনের ও জেলখানার আর এভিডেন্স এ্যাক্ট (সাক্ষী আইন) এর খোলনলচে এতটুকু পাল্টায়নি গত ১০০ বছরে স্বাধীন ভারতে। (চলবে)

আমাদের প্রচুর ষ্টক—তাই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

॥ কার্ডস ফেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

মানুষ আজ হতাশায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

'এ্যাম্বুলেন্সটি কেন চালু করা হচ্ছে না' প্রশ্নের উত্তরে চেয়ার পার্সেন জানান, 'পৌরসভা ওটি মেরামতে কোন অর্থ ব্যয় করবে না। কোন সেবা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে আবেদন জানালে এ্যাম্বুলেন্সটি তাদের দিয়ে দেব।' অন্যদিকে পৌরসভায় নিযুক্ত এক্সিকিউটিভ অফিসার অনিল গড়াই পুর দুর্নীতি নিয়ে মুখ খোলায় তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা হতে হয়। অনিলবাবু জানান, পৌরসভার প্রতিটি রন্ধ্রে দুর্নীতি বইছে। আমি তার প্রতিবাদ করায় কয়েকজন পৌর কর্মী আমাকে নানাভাবে অসম্মান করেন। আমি সমস্ত ঘটনা চেয়ার পার্সেনকে জানালেও এর কোন প্রতিকার হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছি। এখানে এন, এস, ডি, পি এবং এস, জে, আর, ওয়াই-এর কাজ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনসুর আলি জানান এন, এস, ডি, পি, এবং এস, জে, আর, ওয়াই-এর কাজ ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে হবার কথা ছিল। কিন্তু দেখা যায় কাউন্সিলাররা খাতা কলমে তাদের নিজস্ব লোকদের নাম দিয়েছেন ওয়ার্ড কমিটিতে। এলাকার সচেতন মানুষদের কমিটিতে নেয়া হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটা ওয়ার্ডে কাউন্সিলার এলাকার মানুষকে নিয়ে কমিটি গঠন করবে এবং সেই কমিটিতে চেয়ারম্যান তিনজন ব্যক্তিকে দেবেন এই নিয়ম ১৮টি ওয়ার্ডে পালন করা হলেও ১৭নং ওয়ার্ডে চেয়ার পার্সেন তা করতে পারেননি। এর ফলে অন্যান্য ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা ক্ষুব্ধ। সাধারণ মানুষ কোন কাজে পৌরসভা গিয়ে চেয়ার পার্সেনকে পাননা। তিনি অফিসে খুব কম আসেন। ফলে সাধারণ মানুষ হতাশ হয়ে ফিরে যান। কখনো চেয়ার পার্সেন অফিসে থাকলেও সামান্য সিটিজেন সার্টিফিকেটের জন্যও মানুষকে অযথা ঘোরান। জাতির প্রমাণ পত্রের জন্য মহকুমা শাসকের কাছে যেতে বলেন। পৌরসভার একজন কর্মচারী জানালেন, চেয়ার পার্সেন তাঁর স্বামীর আদেশ ছাড়া কোন কাগজে সই করেন না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজও তিনি বাড়ী নিয়ে যান, স্বামীকে দেখান তারপর সই করেন। ফলে অনেক কাজ সময় মতো হয় না। ভাইস চেয়ারম্যান শিবশঙ্কর সিংহ নিয়মিত দপ্তরে আসেন। ভাইস চেয়ারম্যান অনিয়মিত হলে এতদিন পৌরসভা বন্ধ হয়ে যেত। তাই আজ সি, পি, (আই) এমের অনেকে চেয়ার পার্সেনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। পুর এলাকার উন্নয়ন প্রায় বন্ধ। টেন্ডারপত্র পাওয়ার অধিকার একমাত্র কাউন্সিলারদের ভাই এবং আত্মীয়দের। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ঠিকাদারকে টেন্ডার পেপার দেয়া হয়নি। কংগ্রেস বোর্ডে নিযুক্ত কর্মচারীদের অবৈধ নিয়োগ বলে ছাঁটাই করা হয়। ঐ অবৈধ কর্মচারীর মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ওভারসিয়ার গৌরাঙ্গ ভকত। তাঁকেও ছাঁটাই করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে পুনরায় তাঁকে নিয়োগ করা হয়। তাইতো অনেকে বলেন—'দুর্নীতি করতে হলে গৌরাঙ্গবাবুকে চাই'। অন্যথায় সম্ভব নয়। তিনি যতদিন বাঁচবেন পৌরসভার কর্মচারী থাকবেন। কন্ট্যাক্টে নিযুক্ত একজন ওভারসিয়ারকে বাদ দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত গৌরাঙ্গবাবুই একমাত্র ভরসা। উল্লেখ্য, বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরবোর্ড এক সময় দুর্নীতির সাথে যুক্ত অভিযোগে গৌরাঙ্গ ভকতকে সাসপেন্ড করেছিলেন। তারপর আবার তারাই তাঁকে নিয়ে আসে। বিগত কংগ্রেস বোর্ডে এই গৌরাঙ্গবাবুই সিপিএম দুর্নীতির রাজা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। আজ তারাই তাকে নিয়ে এলো।

রঘুনাথগঞ্জে জল সংকট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই পরিস্থিতিতে পুরসভার জলের সংযোগ নিয়ে খানিকটা স্বস্তিতে ছিলেন। সেটাও বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেল। আগামী বিধানসভা ভোটের নিয়মকানুন দেখিয়ে ৪ এপ্রিল থেকে নতুন-ভাবে জলের কোন সংযোগ পুর দপ্তর দিচ্ছে না। ভোট না গেলে জল সমস্যার কোন সমাধান হবে না। পুর দপ্তরের এটাই এখন পরিষ্কার জবাব। এর পরে কি লোকে জলের জন্য ভাগীরথীতে লাইন দেবে ?

লিপ্ত বলে অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বহু মানুষের সামনেই মুন্সিরা চাঁদা তুলে ঐ দপ্তরে তদবির ফিজ জমা দেন। ফলে রায় কিছুই হয় না। বরং মুন্সীরা গ্রামে গিয়ে নানা হুমকী, পাতামশলা কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি জুলুম চালায়। শুধু তাই না বিড়ি বাঁধাই মজুরীও কমিয়ে ৩৬/৩৭ টাকা করে দিয়েছে।

জলনিকাশী ড্রেন হলো না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এর ফলে একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তার জল মির্জাপুর বাজারের বহু দোকানের মতো অনেকের বাড়ীতে ঢুকে বিপর্যয় আনবে। পিচ রাস্তার স্বার্থে ও এলাকার গ্রামবাসীদের অসুবিধা দূর করতে জরুরী ভিত্তিতে জল নিকাশী ড্রেন তৈরীর দাবী জানিয়ে মির্জাপুর গ্রামের মানুষ সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে একটি গণডেপুটেশন পাঠিয়েছেন বলে খবর।

ধাক্কায় মহিলা আহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চায়না কর্মকারকে ধাক্কা মারে। চায়না রাস্তায় পড়ে গেলে তাঁর মাথা ফেটে যায়। স্থানীয় মানুষ ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু ড্রাইভারের এতে কোন ভ্রুক্ষেপ থাকে না। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লক্ষ্মীজোলা সাঁকোয় ধাক্কা মারলে ট্রলারটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গাড়ীটি দাঁড়িয়ে যায়। এদিকে আহত মহিলার মাথায় তিনটি সেলাই পড়ে। দিলীপ দাস মদ্যপ অবস্থায় বেসামালভাবে গাড়ী চালাচ্ছিলেন বলে এলাকার মানুষ অভিযোগ করেন। তাঁরা আরো জানান—বাজার ও স্কুলের সময় জনবহুল রাস্তায় বেসামাল অবস্থায় একজন ড্রাইভার কিভাবে গাড়ী চালায় ? এসব দেখার কি কেই নেই ?

শোক সংবাদ

আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব রাধারমণ চক্রবর্ত্তী (মানিকবাবু) ৭৪ বৎসর বয়সে গত ৯ই চৈত্র, ১৪১২ (ইং ২৩/৩/০৬) সকাল ৮-১৫ মিনিটে সজ্ঞানে তাঁহার বহরমপুরস্থ বাসভবন হইতে অমৃতলোকে যাত্রা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

শোকাহত—

ভবানী চক্রবর্ত্তী (স্ত্রী), পুত্রঃ শ্যামল চক্রবর্ত্তী, পরিমল চক্রবর্ত্তী, নীলমণি চক্রবর্ত্তী, নিমাই চক্রবর্ত্তী

(Advt.)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।